ইম্যানুয়েলের স্বপ্ন

ইম্যানুয়েল ওফোসূ ইয়েবোআহার

সত্যি গল্প

ইম্যানুয়েলের স্বপ্ন

ইম্যানুয়েল ওফোসু ইয়েবোআহার সত্যি গল্প

লরি অ্যান টম্পসন

ছবি : শন কোয়ালস

বাংলা : সুপূর্ণা সিংহ

ঘানা

ACCRA

আক্রা
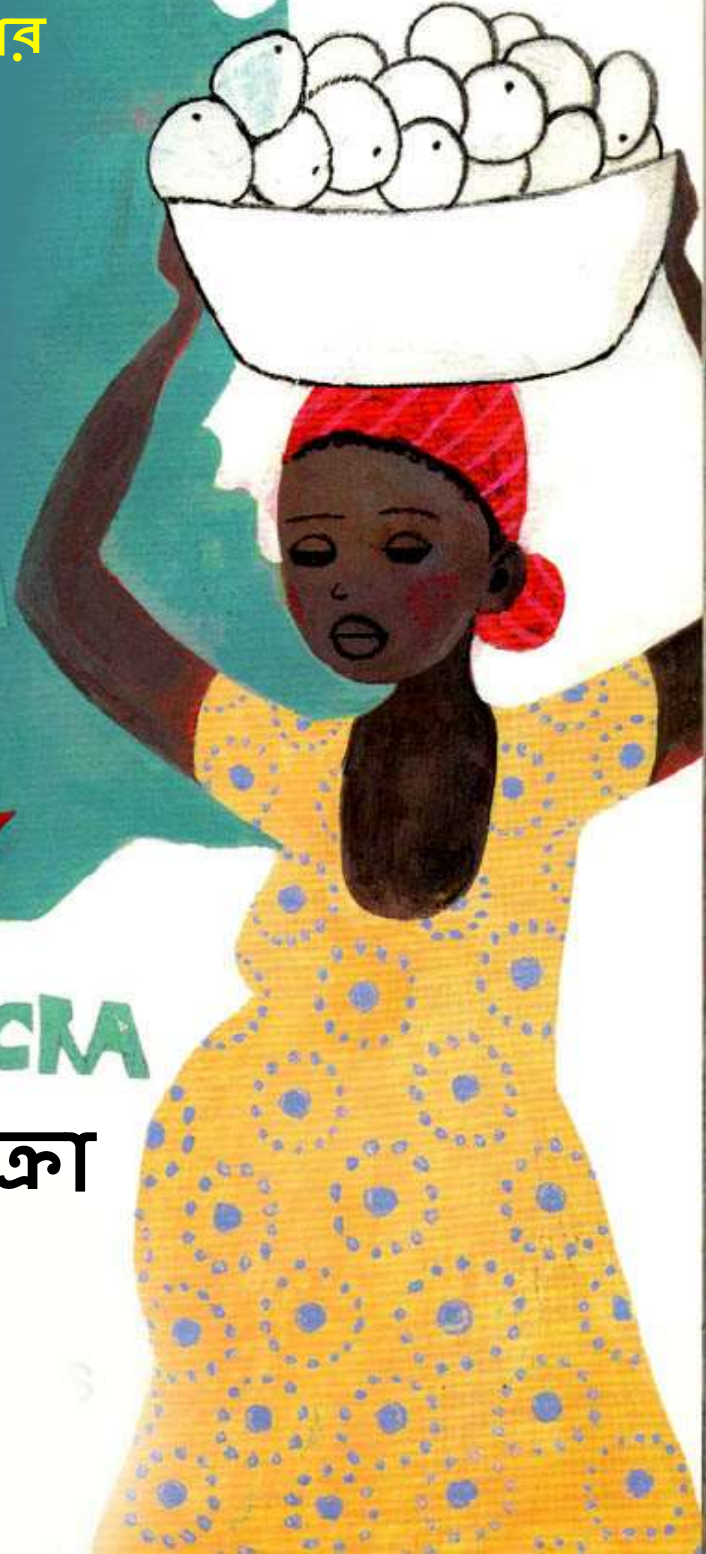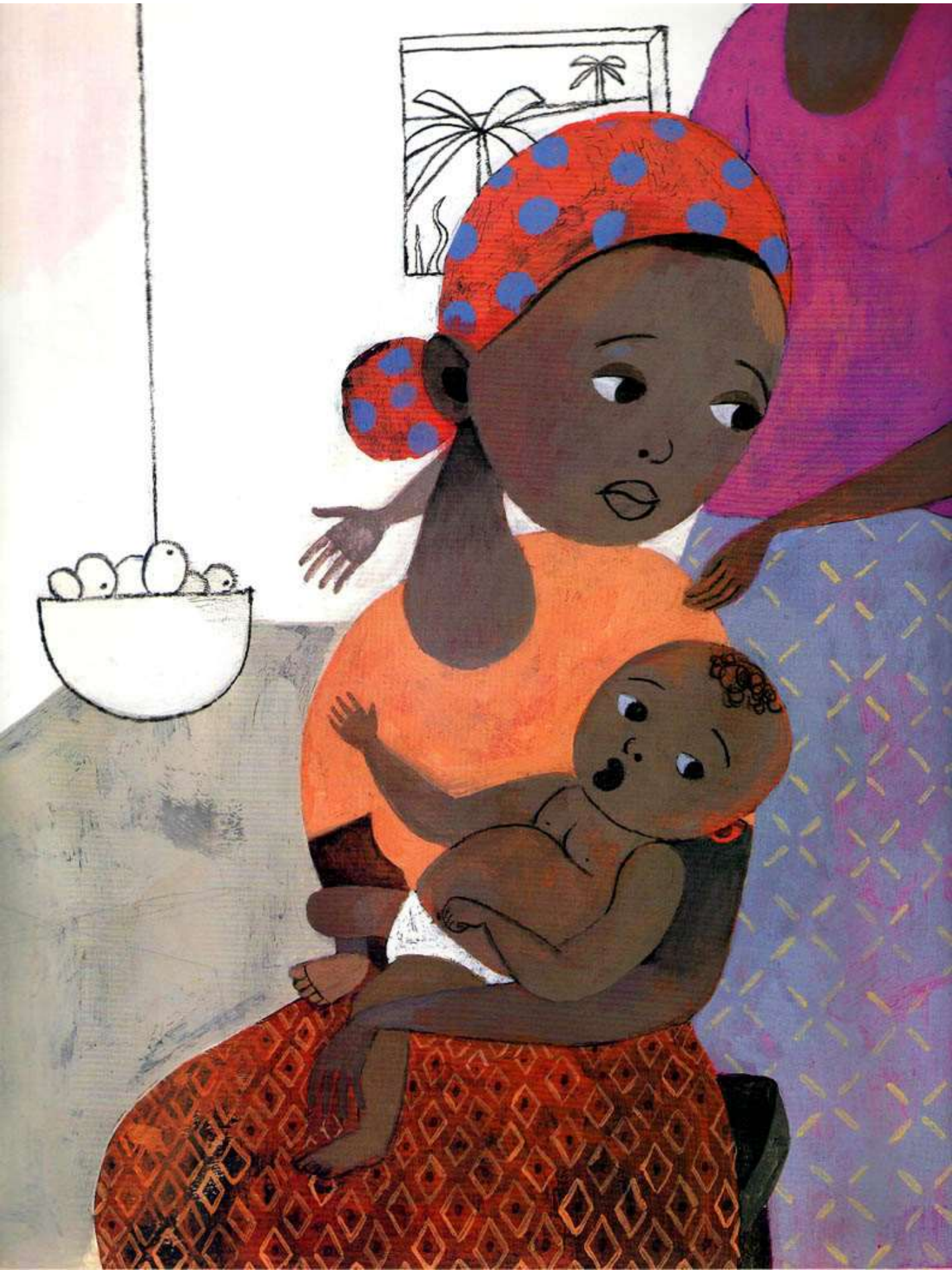
পশ্চিম অ্যাফ্রিকায়ে, ঘানাতে, একটি ছেলে শিশু জন্মাল
দুটি উজ্জ্বল চোখ আলোতে পিট-পিট করল,
ওর দুটি সুস্থ ফুসফুস থেকে জোরদার আওয়াজ বেরল,
ওর ছোট্ট দুটি হাতের মুঠি খুলল আর বন্ধ হল,
কিন্তু শুধু একটি শক্তিশালী পা নড়ল।

বেশীর ভাগ লোক ভাবল ও হবে অপদার্থ,
ভাবল সে একটা অভিশাপ।
ওর বাবা চলে গেল, ফিরল না।
কিন্তু ওর মা'র আস্থা ছিল।
মা'র নাম ছিল কমফর্ট, আর সে তার প্রথম সন্তানের নাম রাখল ইম্যানুয়েল, যার অর্থ – "ভগবান আমাদের সাথে আছে।"

যখন ইম্যানুয়েল বড় হল, মা কমফর্ট ওকে বলল ও সবকিছু পেতে পারে। কিন্তু ওর নিজের থেকে তা চেষ্টা করে পেতে হবে।

ও হামাগুড়ি দিতে আর লাফ দিতে শিখল,

জল আনতে শিখল আর
নারকেল গাছে চড়তে শিখল।

এমনকি ও জুতো পালিশ করে টাকা উপার্জন করল।
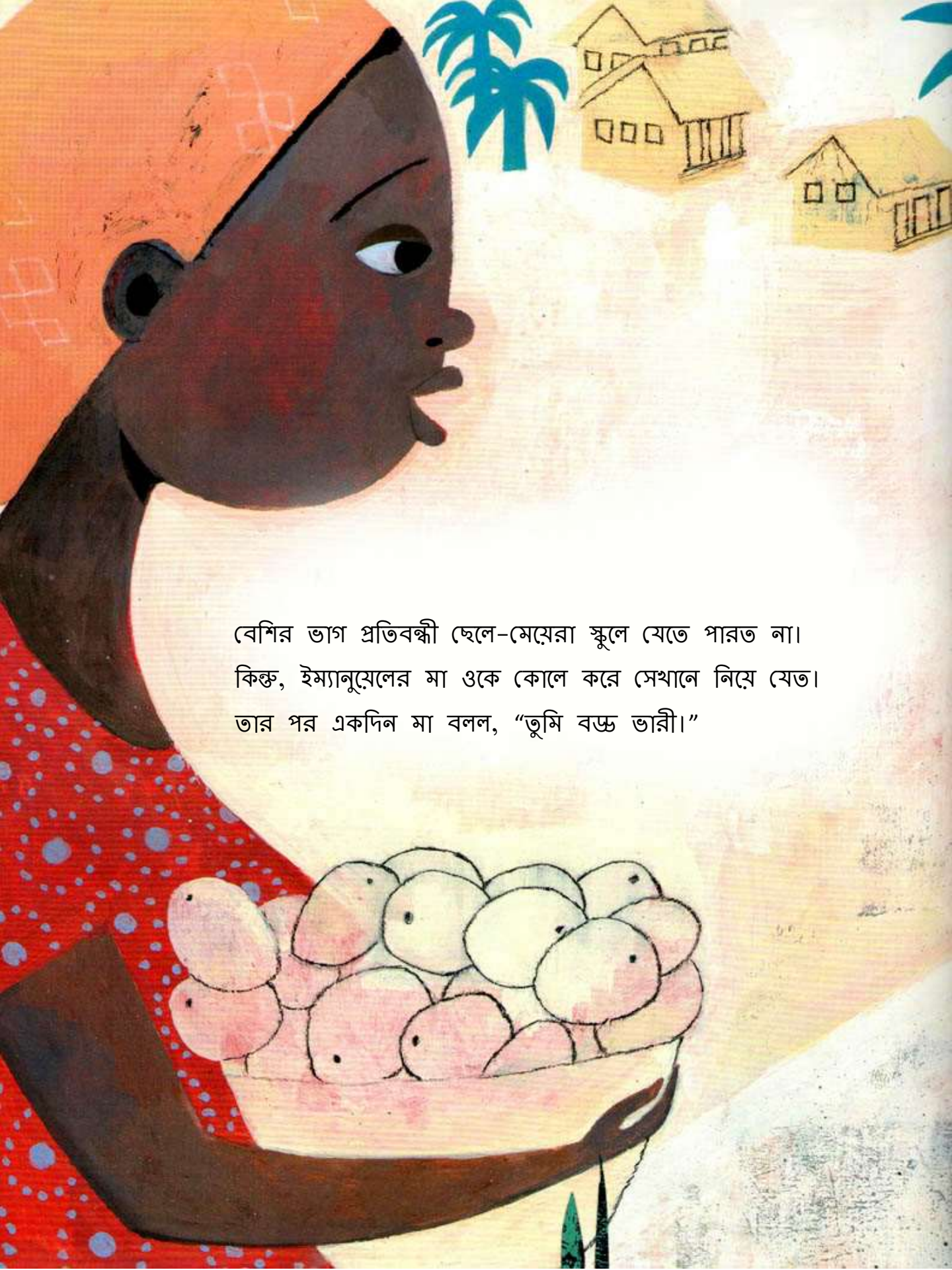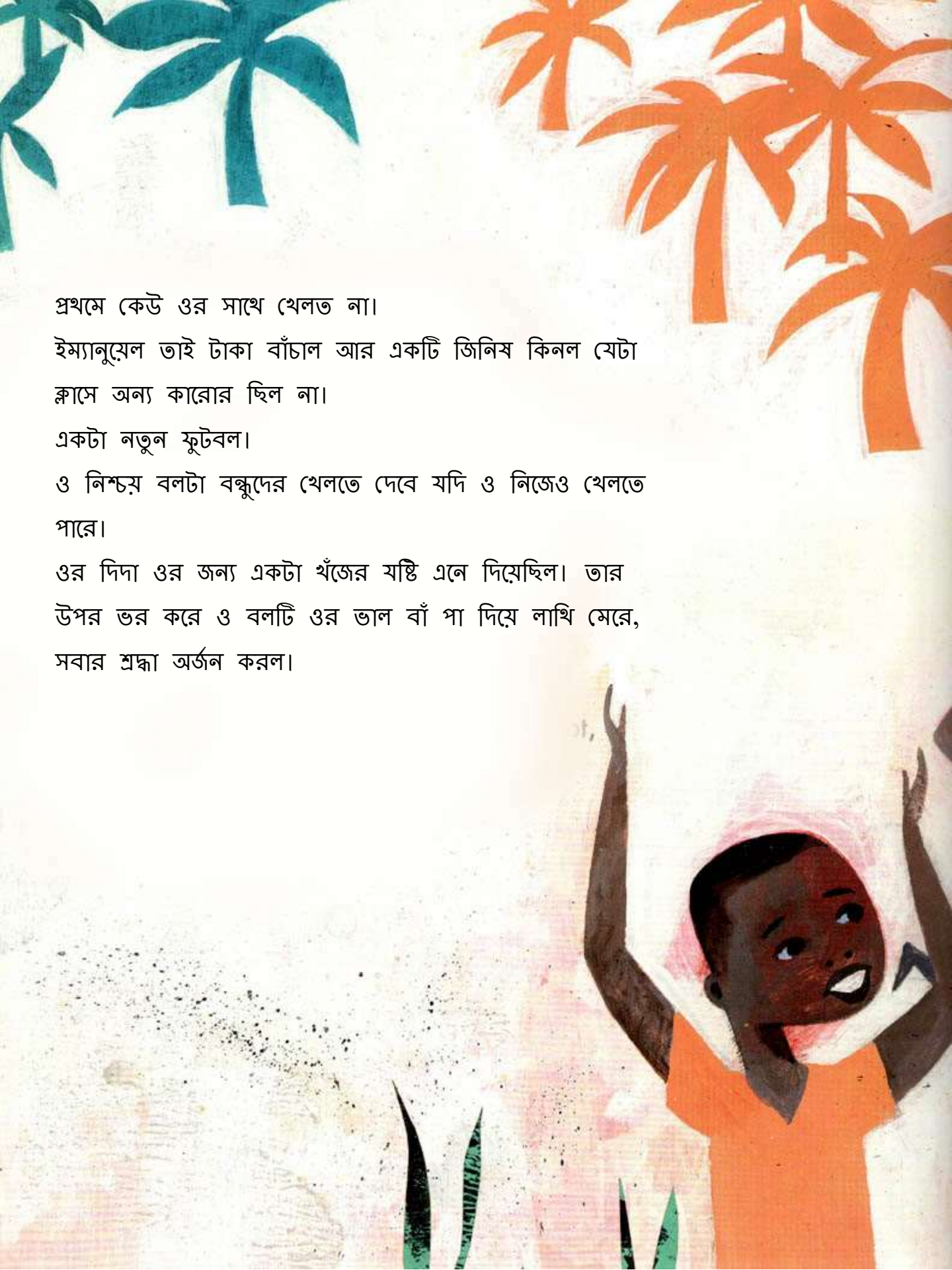
বেশির ভাগ প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যেতে পারত না। কিন্তু, ইম্যানুয়েলের মা ওকে কোলে করে সেখানে নিয়ে যেত। তার পর একদিন মা বলল, “তুমি বড্ড ভারী।”
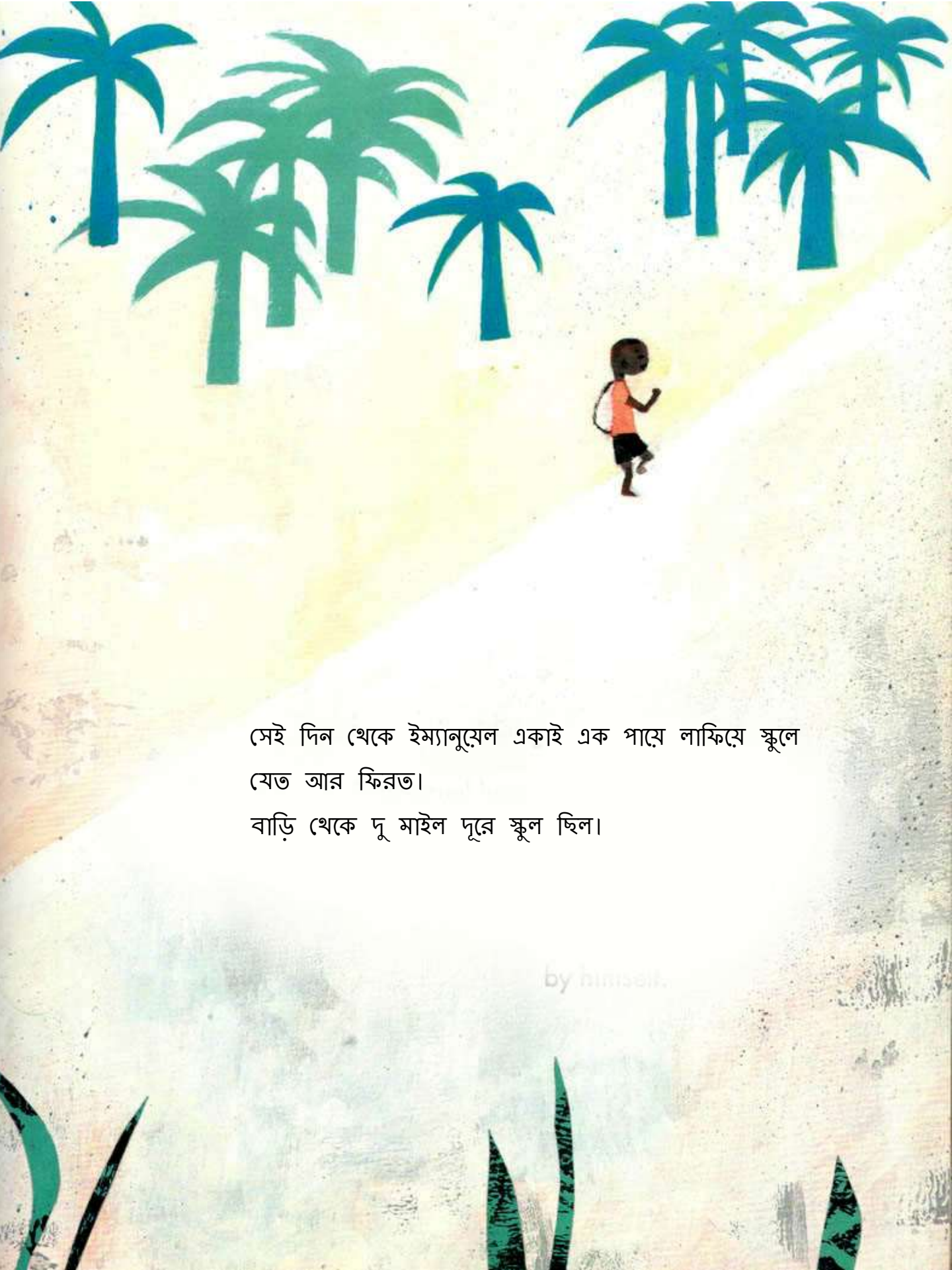
সেই দিন থেকে ইম্যানুয়েল একাই এক পায়ে লাফিয়ে স্কুলে যেত আর ফিরত।

বাড়ি থেকে দু মাইল দূরে স্কুল ছিল।

প্রথমে কেউ ওর সাথে খেলত না।

ইম্যানুয়েল তাই টাকা বাঁচাল আর একটি জিনিষ কিনল যেটা ক্লাসে অন্য কারোর ছিল না।

একটা নতুন ফুটবল।

ও নিশ্চয় বলটা বন্ধুদের খেলতে দেবে যদি ও নিজেও খেলতে পারে।

ওর দিদা ওর জন্য একটা খঁজের যষ্টি এনে দিয়েছিল। তার উপর ভর করে ও বলটি ওর ভাল বাঁ পা দিয়ে লাথি মেরে, সবার শ্রদ্ধা অর্জন করল।

ওর নতুন বন্ধুরা কখনো-কখনো ওদের খাবার পয়সা ব্যবহার করে সাইকেল ভাড়া করত।
ইম্যানুয়েল কি ওদের সংগে আসতে পারবে?
ওর বন্ধু গডউইন ওকে জোরে ঠেলা দিত যাতে ও ভারসাম্য রাখতে পারে।

ইম্যানুয়েল বহু বার পড়ে গেল।
কিন্তু শেষে...
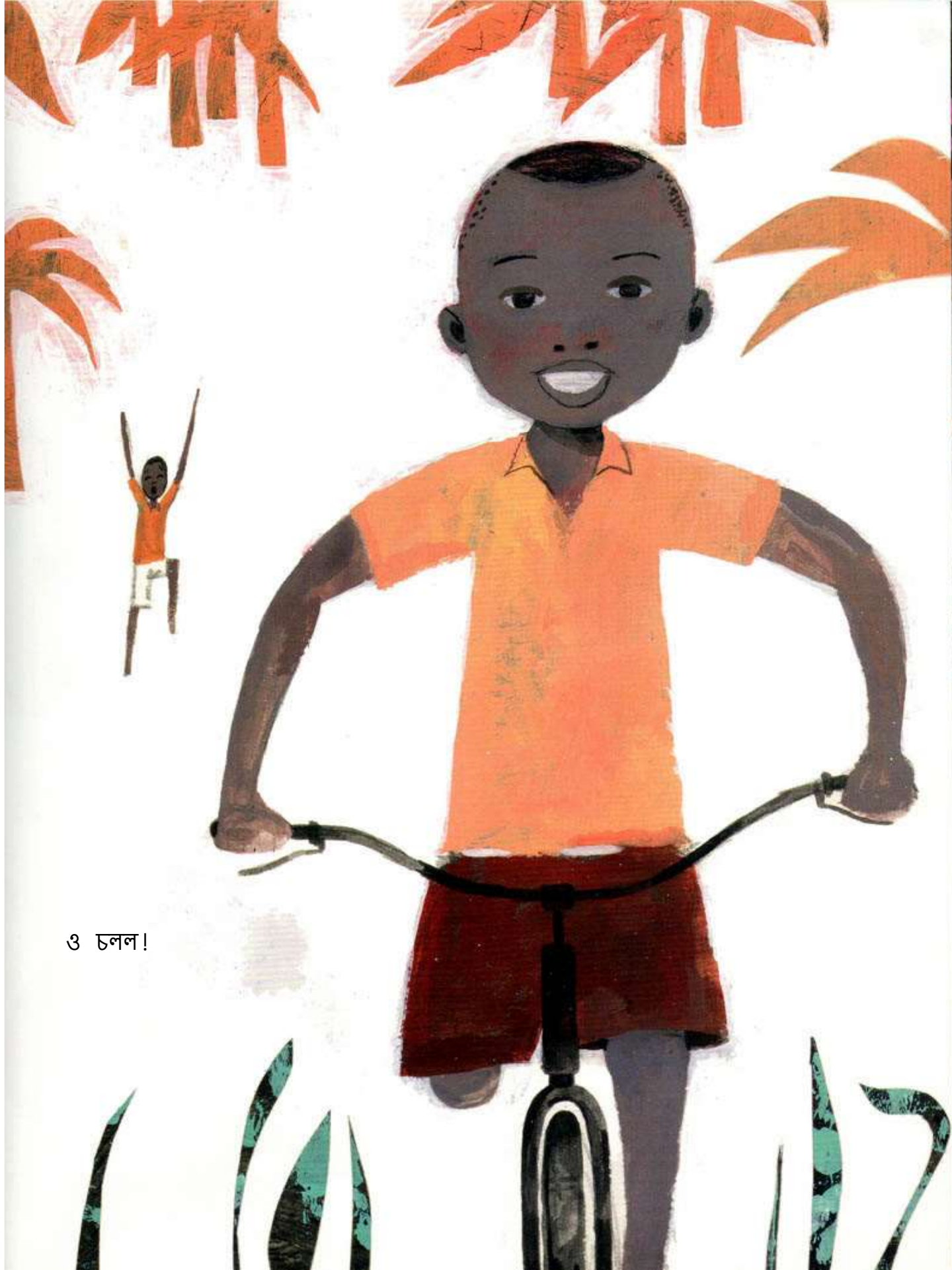
ও চলল!

ইম্যানুয়েলের বয়স যখন তেরো, মা কমফর্ট খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। ও আর বাজারে তরকারি বিক্রী করতে পারল না।

আর ইম্যানুয়েলের বোন আর ভাই খুব ছোট, ওদের পক্ষে কাজ করা সম্ভব না।

ইম্যানুয়েলের ওদেরকে সাহায্য করতে হবে।

ওর মা'র ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইম্যানুয়েল বেরিয়ে পড়ল আর একাই মাঝরাতে আক্রার বড় শহরে যাবার ট্রেন ধরল।

আক্রা একশ পঞ্চাশ মাইল দূরে।

ও তখন জানত না যে সেই সময় থেকে দুবছর বাদে ও আবার ওর পরিবারের সাথে মিলিত হবে।

ইম্যানুয়েল অনেক আশা নিয়ে এল।
সেখানে কত লোক ছিল!
কিন্তু কেউ ওকে চাকরি দিল না।
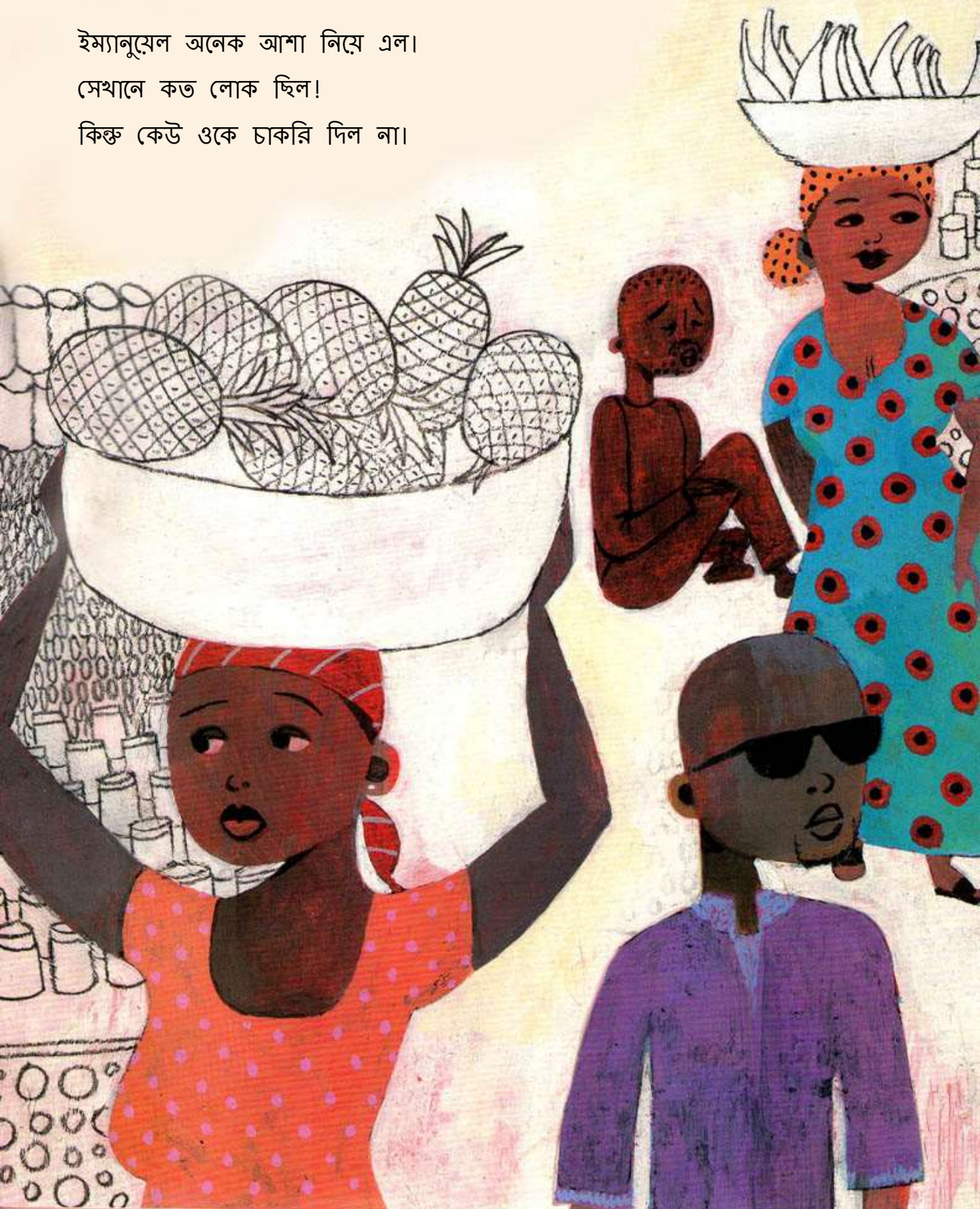
দোকানদার আর হোটেলওয়ালারা ওকে বলল ভিক্ষে করতে –
যেমন করে অন্য প্রতিবন্ধী লোকেরা।
ইম্যানুয়েল মানলো না।
শেষ পর্যন্ত এক খাবারের ঠেলাওয়ালা ওকে চাকরি দিল
আর থাকার জায়গা দিল।
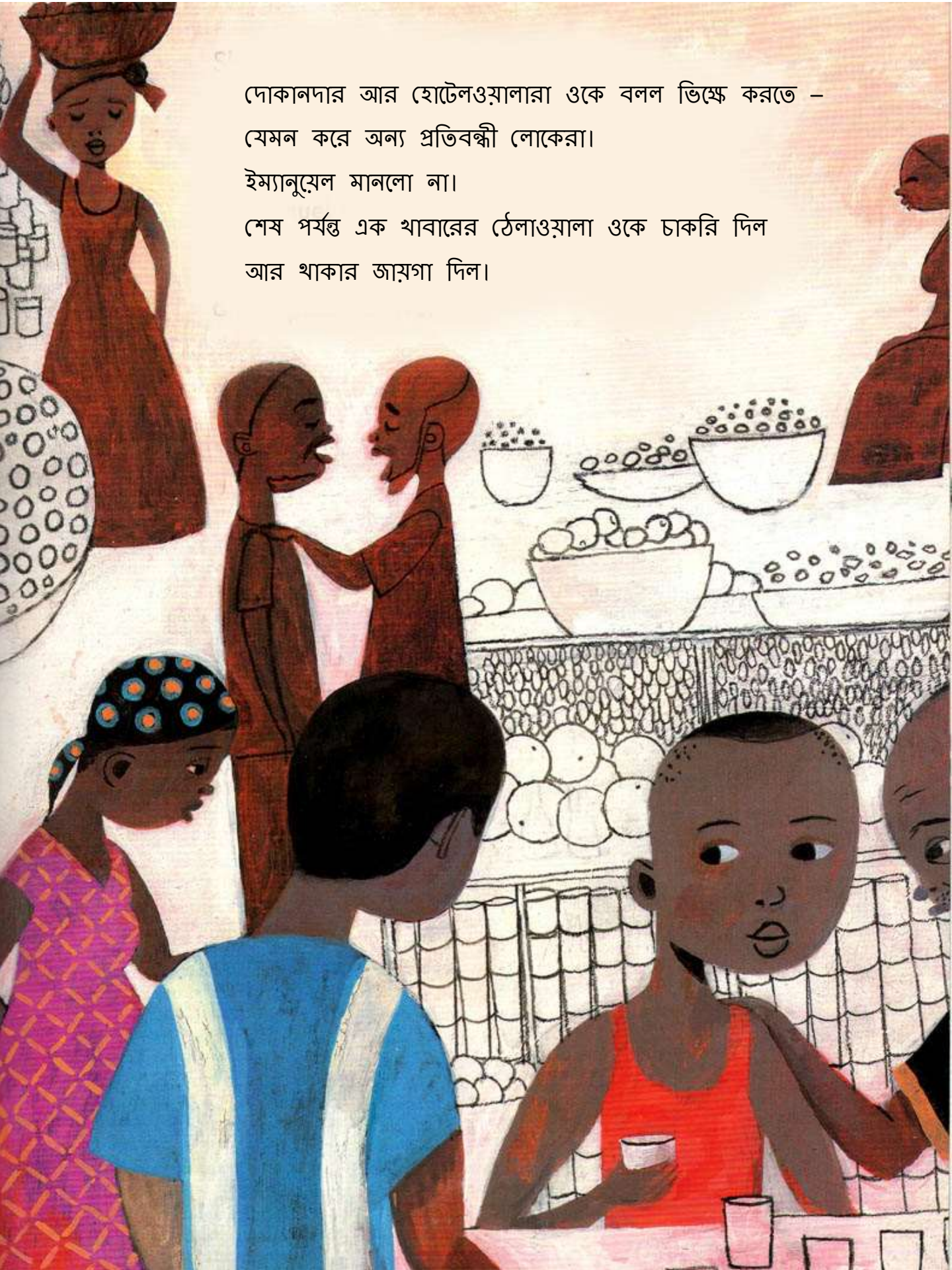
যখন ইম্যানুয়েল শরবৎ বিক্রী করত না,
তখন ও জুতো পালিশ করত।
ও টাকা উপার্জন করে বাড়িতে টাকা পাঠাত।

একদিন সকালে যখন ইম্যানুয়েল জুতো পালিশের জিনিষপত্র
কিনতে গেল, দোকানদার ভাবল ও ভিক্ষে করতে এসেছে
আর ওকে বকুনি দিল।
অপমানিত হয়ে ইম্যানুয়েল ওর টাকা দোকানের
কাউন্টারের উপর রেখে দিল।
দোকানদার ক্ষমা চাইল, কিন্তু ইম্যানুয়েল
কোন দিন সে অপমান ভুলতে পারল না।
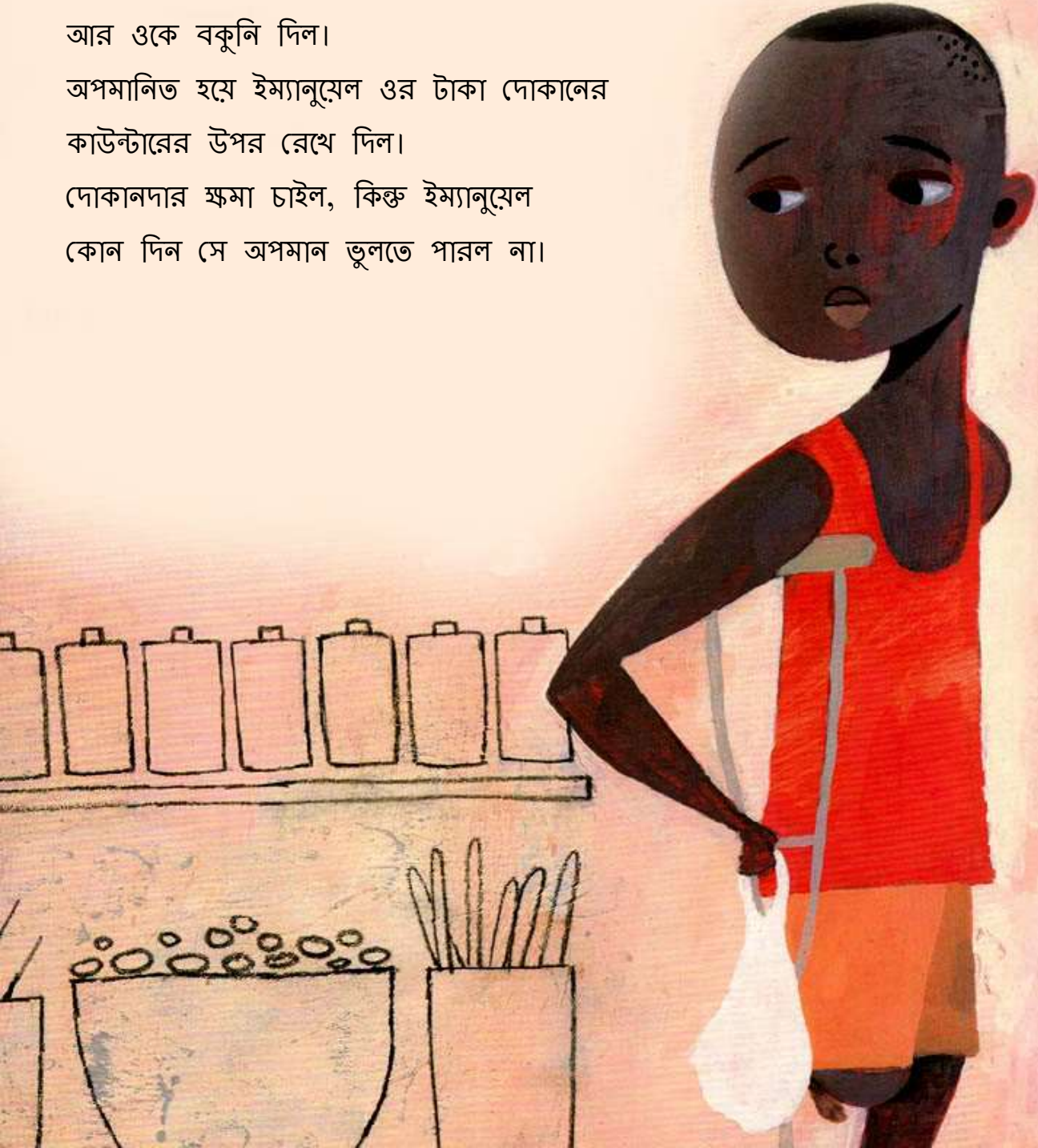
য়খন মা কমফর্ট আরো অসুস্থ হয়ে পড়ল,
ইম্যানুয়েল ওর মার সংগে থাকার জন্য বাড়ি
গেল।
ক্রিসমাসের আগের রাত্রিতে মা বিছানায় শুয়ে-শুয়ে
তার ছেলেকে বলল, "সবাইকে শ্রদ্ধা কর,
পরিবারের দেখাশোনা কর, কখনই ভিক্ষা করবেনা।
আর আশা ছাড়বেনা।"
পর দিন সকালে ইম্যানুয়েলের প্রিয় মা মারা গেল।

ওর খুব দুঃখ হল, কিন্তু ও জানত মার শেষ
কথাগুলি একটি উপহার। ও তাকে মূল্য দেবে আর
সকলকে দেখাবে যে প্রতিবন্ধী মানে অসমর্থ নয়।
ওটা একটি বড় স্বপ্ন,
কিন্তু ইম্যানুয়েলের একটি পরিকল্পনা ছিল।
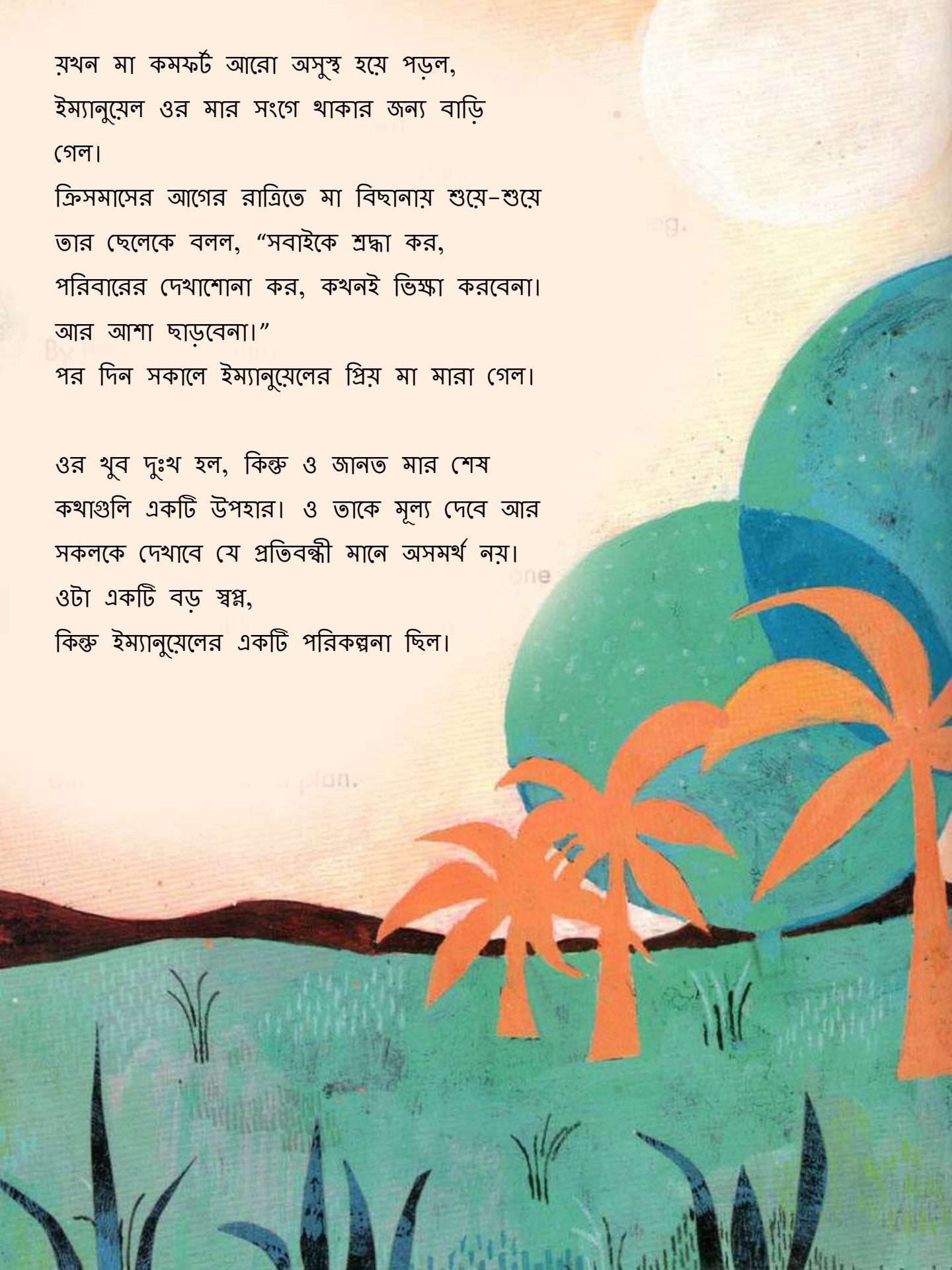
ইম্যানুয়েলের মাথায় খুব বুদ্ধি ছিল,
ও ছিল সাহসী, আর ওর ছিল
একটি বলিষ্ঠ পা।
ওর শুধু একটি সাইকেলের প্রয়োজন ছিল।
প্রথমে কেউ সাহায্য করলো না।
ওরা ভাবল ওর সারা ঘানা সাইকেল চালিয়ে
ঘোরার পরিকল্পনা সফল হওয়া অসম্ভব।
তারপর ইম্যানুয়েল সুদূর স্যান ডিয়েগো, ক্যালিফোর্নিয়ার
এক প্রতিবন্ধী সংস্থাকে চিঠি লিখল।

ওরা ওকে সাইকেল...

আর হেল্মেট, হ্যাফ প্যান্ট, মোজা আর হাথমোজা পাঠাল!

ইম্যানুয়েল দীর্ঘ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করল।
ও সেই অঞ্চলের রাজার কাছ থেকে আশীর্বাদ গ্রহন করল।

ও এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি –আরো সাহায্য চাইল। শেষ পর্যন্ত ও একটা ট্যাক্সি ভাড়া করল যেটা খাবার জল, ক্যামেরা, আর ওর প্রিয় বন্ধুদের নিয়ে ওর সাথে চলল।
তারপর ইম্যানুয়েল ওর ডান পা সাইকেলের সাথে বাঁধল, বাঁ পা আটকাল সাইকেলের পেডলের সংগে, আর চলল।

ইম্যানুয়েল চলল আক্রার ব্যস্ত শহরের মধ্যে দিয়ে।

চলল ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, চলল ঢালু পাহাড়ের উপর দিয়ে।

আর চলল চওড়া ঘোলাটে নদীর উপর দিয়ে।

ও চলল ওডম জঙ্গল পেরিয়ে

আর কুমাসির বাজারের ভিতর দিয়ে।

ও চলল রাস্তায়ে ট্রাকের গর্জনের মধ্যে দিয়ে।

ঘন জঙ্গলের জন্তুর চিন্তাভরা তার মাথা।

ও চলল বিশাল ঘাসভরা মাঠ পেরিয়ে

চলল তামালের পুরনো শহরে।

ও চলল উপর, নীচ, এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে,

সারা দেশের কোনায়ে-কোনায়ে।

ও চলল ওর জামার উপর ওর দেশের

পতাকার রংগুলি পরে।

জামার উপর লেখা – **দ্য পোজো**,

অথবা – **"প্রতিবন্ধী ব্যক্তি।"**

THE
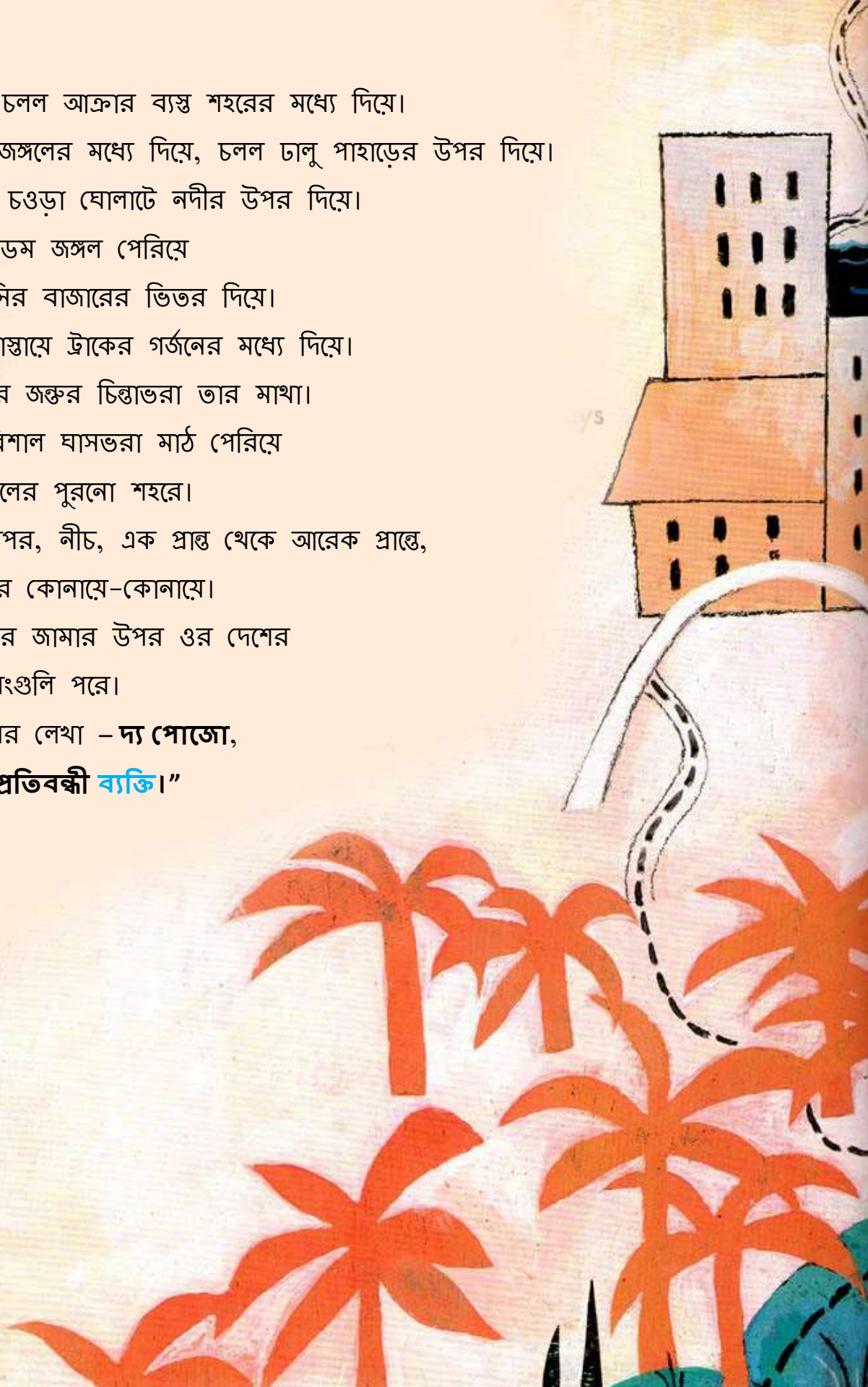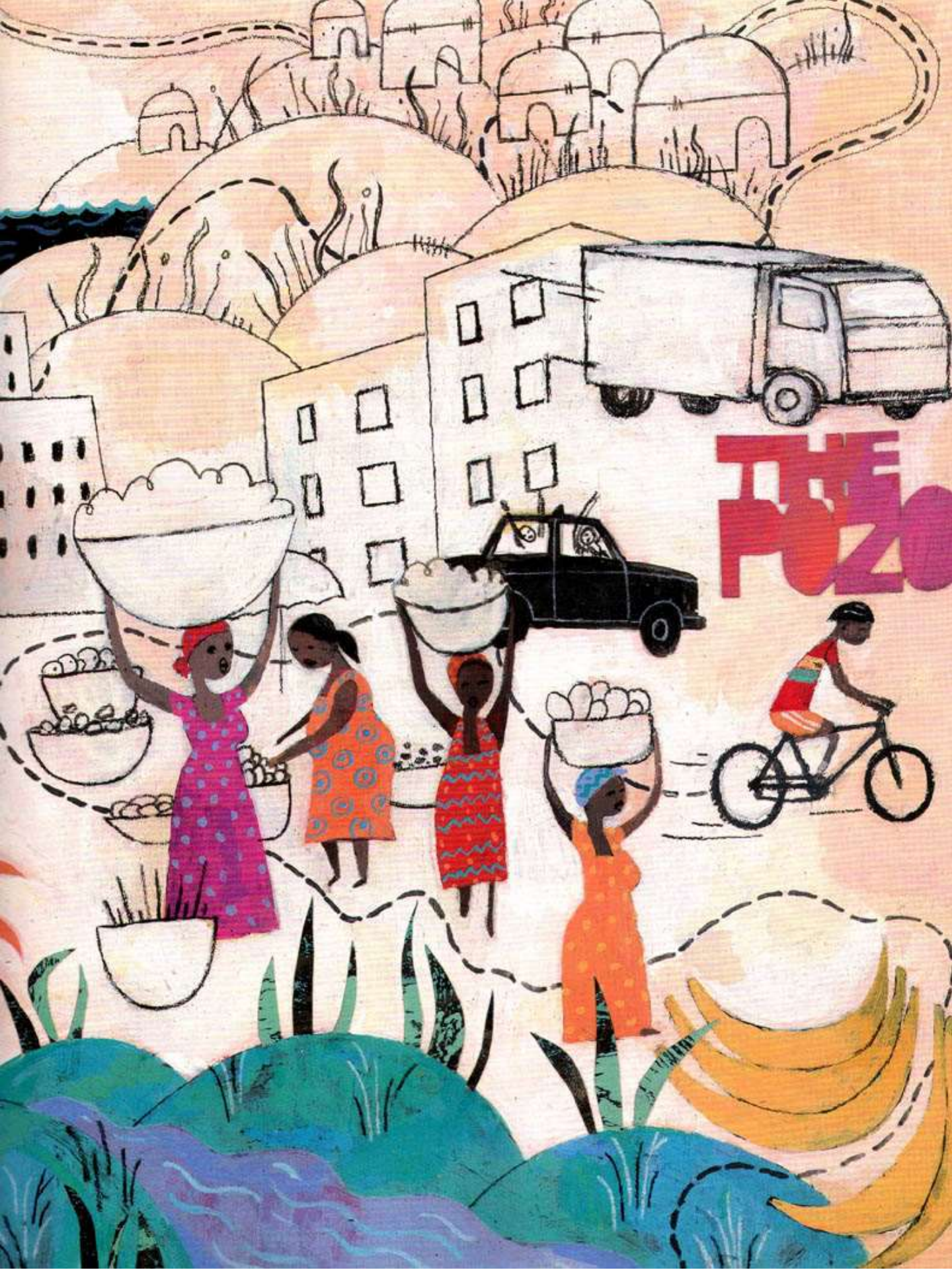
যাবার পথে ইম্যানুয়েল নানা মানুষের সংগে কথা বলল।
তাদের কেউ-কেউ প্রতিবন্ধী, কেউ-কেই সমর্থ –
কেউ-কেউ গরিব চাষি, কেউ বা জমিদার।
তাদের মধ্যে কেউ ছিল ধর্মপ্রচারক, কেউ সরকারী চাকুরে,
কেউ বা সাংবাদিক।

ও চাইল সবাই ওকে দেখুক,
ওর বিকলাংগতা দেখুক।
ও চাইল সকলে ওর কথা শুনুক,
ওর বার্তা শুনুক।
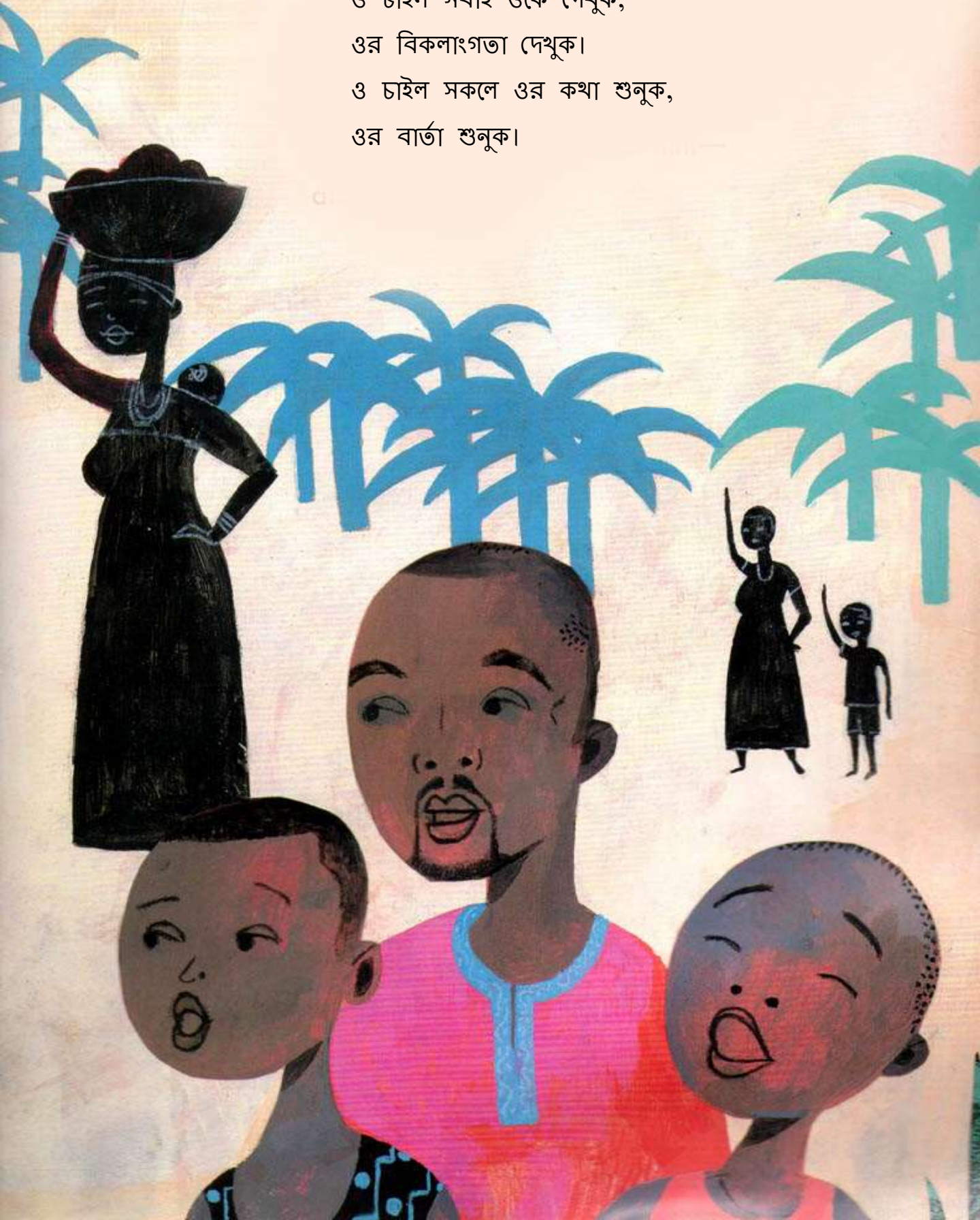
ইম্যানুয়েল যত দূরে গেল, তত সবাই ওকে লক্ষ্য করল।
বাচ্চারা উল্লাসিত হল।
সমর্থ মানুষেরা ওর সংগে ছুটল বা সাইকেলে চলল।
প্রতিবন্ধীরা ঘর ছেড়ে বেরল, কেউ-কেউ প্রথম বার।
যে যুবককে অভিশপ্ত ভাবা হয়েছিল, সে হয়ে উঠল
দেশের আদর্শ পুরুষ।
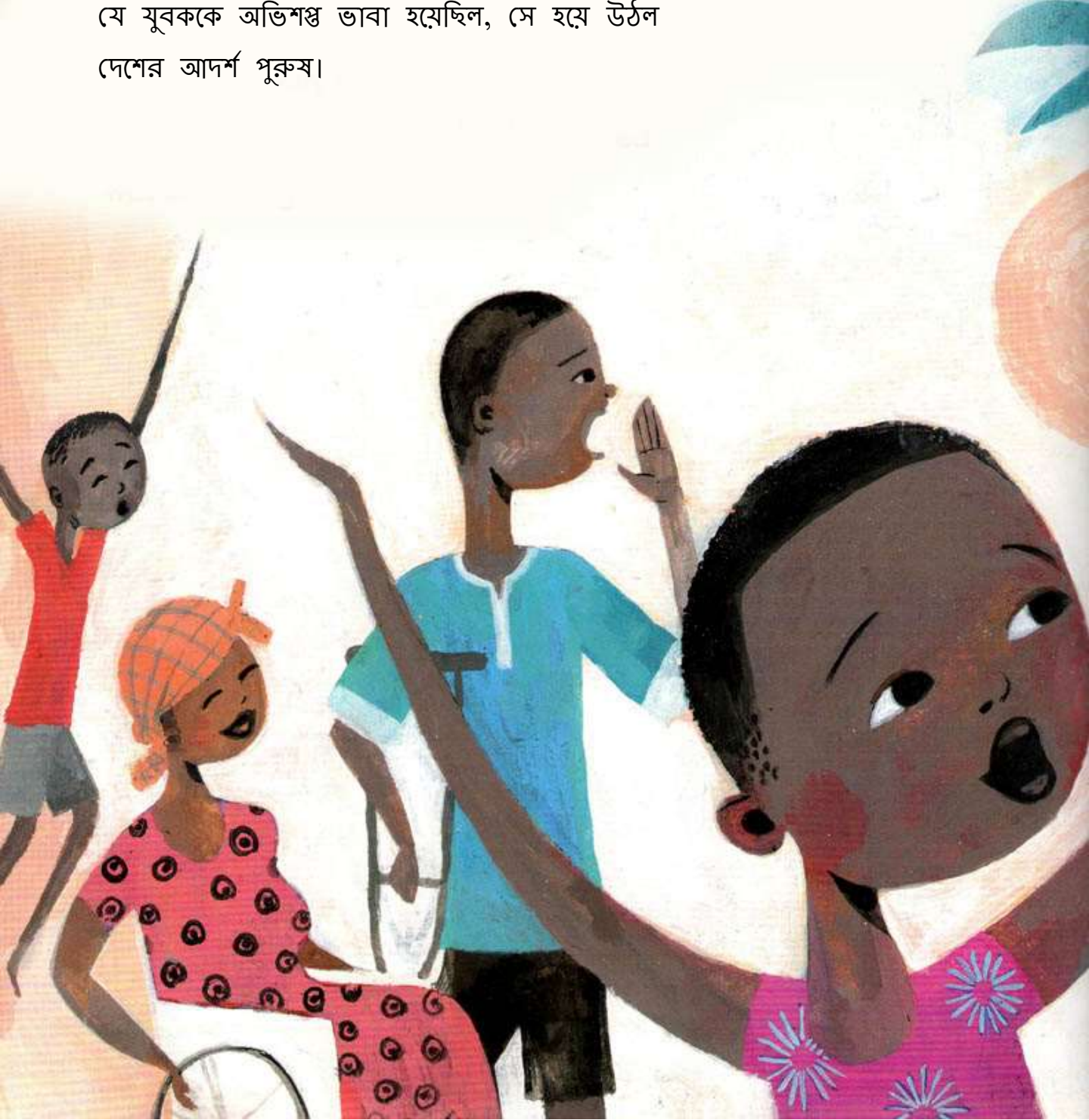
ও তার আশ্চর্য যাত্রা শেষ করল,
সাইকেলে করে আক্রা থেকে দক্ষিন সমুদ্র পর্যন্ত গেল
আর ফিরল আক্রা পর্যন্ত –
প্রায় চারশ মাইল, শুধু দশ দিনে।

তবে ইম্যানুয়েলের সাফল্য এর থেকেও বেশী।
ও প্রমাণ করল যে একটি পা-ই মহৎ কর্ম করার পক্ষে যথেষ্ট –
আর একজন ব্যক্তি-ই পৃথিবী বদলাবার পক্ষে যথেষ্ট।

“এই পৃথিবীতে, আমরা নিখুঁত নই।

আমরা শুধু যথাসম্ভব ভাল হবার চেষ্টা করতে পারি।”

- ইম্যানুয়েল

লেখকের কথা

ইম্যানুয়েল এখনও আশা ছাড়েনি। ঘানাতে ২০০১ (2001)-এ প্রথম লম্বা দূরত্বের সাইকেল ভ্রমন শেষ করল চব্বিশ বছর বয়সে। তারপর ও বিশিষ্ট খেলার প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছে, আন্তর্যাতিক পুরস্কার পেয়েছে – নাইকে আর ই.এস.পী.এন. – এর পুরস্কার, আর অলিম্পিকের বহ্নিশিখা বহন করেছে কায়রো, ইজিপ্টে ২০০৪ (2004)-এ। ও ওর জীবনের উপর একটি তথ্যচিত্র ‘ইম্যানুয়েলের উপহার’ ও দ্য অপ্রাহ উইনফ্রী শো তে যোগদান করেছে।
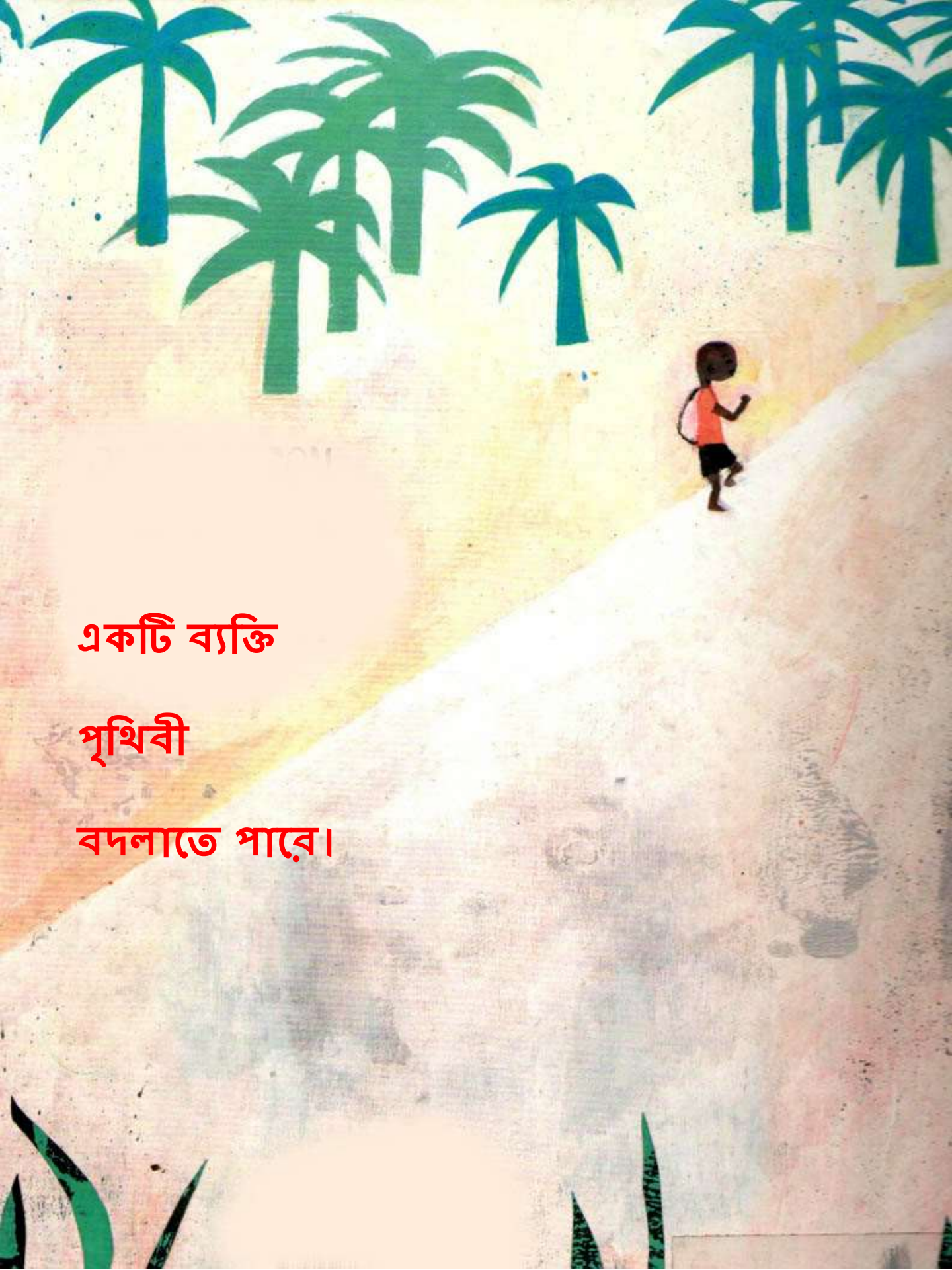
২০০৬ (2006)-এ ইম্যানুয়েলের সাইকেল ভ্রমণ আর নিরন্তর রাজনৈতিক সক্রিয়তার কল্যাণে ঘানার সংসদে প্রতিবন্ধী মানুষের আইন তৈরী হল, যার ফলে প্রতিবন্ধী নাগরিকরা অন্য সব নাগরিকদের সমান অধিকার পাবে।

“আমি ঘানার প্রতিবন্ধী ভাই-বোনেদের জন্য খুব খুশী। তবে এটা শুধু শুরু।”

আজও ইম্যানুয়েল প্রতিবন্ধীদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ও প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের স্কূলে যাবার বৃত্তির ব্যবস্থা করে, আর বহু সংগঠনের অসমর্থ মানুষদের উইলচেয়ার বিতরন করতে সাহায্য করে। এ ছাড়া, ও ঘানার সরকারের সংগে কাজ করে যাতে প্রতিবন্ধীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ে আর ও রাজনৈতিক নেতা, স্বাধীন সংস্থা আর স্কুলের ছেলে-মেয়েদের সারা বিশ্বে **‘বিকলাংগতা মানে অসমর্থতা নয়’** – এই বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

ইম্যানুয়েল আর ওর কর্মকান্ড, যার মধ্যে রয়েছে প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ও যে স্কুল তৈরী করছে তার খবর – এ সব জানার জন্য দেখুন – “দ্য ইম্যানুয়েল এডুকেশানাল ফাউন্ডেশান অ্যান্ড স্পোর্টর্স অ্যাকাডেমি (ই.ই.এফ.এস.এ.)” এর উয়েবসাইট **EmmanuelsDream.org**

একটি ব্যক্তি
পৃথিবী
বদলাতে পারে।